021

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 24 FEB 1986
পৃষ্ঠা ৮ কলাম

022

সংবাদ

ঢাকা : শুক্রবার, ১৬ই ফাল্গুন, ১৩৯২ 28 FEB 1986

শিক্ষক ধর্মঘট ও এসএসসি পরীক্ষা

দেশের চারটি বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষা শুরু হবার মুখে দেশব্যাপী বেসরকারী মাধ্যমিক স্কুল শিক্ষকদের ধর্মঘট চলছে। ৬ই মার্চ এসএসসি পরীক্ষা শুরু হবার কথা। তার ঠিক দু'সপ্তাহ আগে (২২শে ফেব্রুয়ারী) থেকে দু'দফা দাবীতে শিক্ষকরা ধর্মঘট শুরু করেছেন। দাবী আদায় না হওয়া পর্যন্ত তারা ধর্মঘট চালিয়ে যাবার ব্যাপারে এখন পর্যন্ত অবিচল রয়েছেন। ফলে পৌনে চার লাখ পরীক্ষার্থীর ভাগ্য অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

নির্দিষ্ট তারিখ থেকে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বোর্ড কর্তৃপক্ষ দৃঢ় ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু দেশের ৯০২৫টি মাধ্যমিক স্কুলের মধ্যে শতকরা ৯৫টিই যেখানে বেসরকারী, সেখানে বেসরকারী স্কুল শিক্ষকরা পরীক্ষা গ্রহণে সহযোগিতা না করলে পরীক্ষা অনুষ্ঠান আদৌ সম্ভব হবে কি? পাঁচ ভাগ সরকারী স্কুলের শিক্ষকদের পক্ষে এই দায়িত্ব পালন মোটেই সম্ভব নয়। মফস্বলে সরকারী চাকরিজীবীও এত নেই যে, তাদের দ্বারা প্রয়োজনীয় সংখ্যক ইন-ভিজিলেটরের ব্যবস্থা করা সম্ভব। সুতরাং পরীক্ষা অনুষ্ঠান নিশ্চিত করতে বেসরকারী স্কুল শিক্ষকদের সহযোগিতা প্রয়োজন।

বার বার পরীক্ষা পেছানোতে উচ্চতর পর্যায়ে সেশন জটের সৃষ্টি হয়েছে। ভাগ্য অনিশ্চিত হয়েছে হাজার হাজার ছাত্রের। এসএসসি বা মাধ্যমিক পর্যায়ে একই অবস্থা সৃষ্টি হোক এটা কারো কাম্য হতে পারে না। শিক্ষকদের দাবী অন্যায্য, একথা আমরা বলি না। মূলতঃ ১৯৮৫ সালের জুন থেকে নতুন বেতন স্কেল কার্যকরী করে সে অনুযায়ী সরকারী ভাতা দান এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণার্থীদের ভাতা বৃদ্ধির দাবীতেই তারা এই আন্দোলন করছেন। সরকারী স্কুল শিক্ষকদের নতুন বেতন স্কেল যেখানে ১৯৮৫ সালের জুন থেকে কার্যকরী করা হয়েছে সেখানে বেসরকারী স্কুল শিক্ষকরাও সঙ্গতকারণেই ঐ সময় থেকে তা কার্যকর করার দাবী জানাতে পারেন। সরকার বলছেন তহবিলের অভাবেই তারা এটি করতে পারেননি। কারণ বেসরকারী স্কুল শিক্ষকদেরও বেতনের একটা অংশ সরকারই দিয়ে থাকেন। তবে চলতি বছরের জানুয়ারী থেকে শিক্ষকদের কিছু সুবিধা দেয়া হয়েছে। মার্চ থেকে বেসরকারী স্কুল শিক্ষকদের জন্য নতুন বেতন স্কেল অনুযায়ী দেয় সরকারী ভাতা শতকরা ৫০ ভাগ থেকে ৬০ ভাগে উন্নীত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। আগামী অর্থ বছর থেকে সরকারী ভাতা ৭০ ভাগে উন্নীত করার বিষয়টিও বিবেচনা করা হচ্ছে বলে কর্তৃপক্ষীয় সূত্রে জানা গেছে।

সরকারী নীতিতে ভ্রান্ত দিকনির্দেশনার ফলে মাধ্যমিক ও প্রাথমিক শিক্ষায় যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করা হয়নি। শিক্ষক ধর্মঘটসহ মাধ্যমিক ও প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষা ক্ষেত্রে বর্তমান অবস্থার জন্য এটি একটি প্রধান কারণ। এই দৃষ্টিভঙ্গি এখনও অব্যাহত রয়েছে। গত পাঁচ বছরে যেখানে মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্র সংখ্যা বেড়েছে ৪ লাখ ৮৫ হাজার সেখানে আগামী পাঁচ বছরে মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রাই নির্ধারণ করা হয়েছে ২ লাখ ৬৫ হাজার। মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার ওপর যথাযথ গুরুত্ব আরোপ, সরকারী-বেসরকারীর বৈষম্য পর্যায়ক্রমে বিলোপ এবং সে অনুযায়ী অর্থ বরাদ্দ করা হলে আজকের এই সঙ্কট দেখা দিত না।

শিক্ষকরা বলছেন কর্তৃপক্ষের অনমনীয়তার দরুন তাঁরা ধর্মঘটের মত চরম পন্থার আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন। পক্ষান্তরে শিক্ষা মন্ত্রণালয় তাদের দাবীতে এখনও কান দিতে নারাজ। ফলে কর্তৃপক্ষ যা-ই বলুন, পরীক্ষা নিয়ে গুরুতর অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়েছে। ধর্মঘটী শিক্ষকদের চাপের মুখে গত বুধবার ঢাকা, রাজশাহী ও যশোর শিক্ষাবোর্ড এসএসসি পরীক্ষা সংক্রান্ত কাগজপত্র সরবরাহ বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়। এই অবস্থায় আলোচনার মাধ্যমে একটা গ্রহণযোগ্য সমাধানে উপনীত হতে আমরা তাদের কাছে আবেদন জানাই। এসএসসি পরীক্ষা সংক্রান্ত অনিশ্চয়তা নিরসন করে পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকদের উদ্বেগ দূর করার জন্য উভয় পক্ষের কাছে আবেদন রাখছি।